Retail Price Rs. 5/-

গৌড়ীয় মিশন (রেজিষ্টার্ড) হইতে প্রকাশিত

শ্রীভক্তি-পত্র

৪৮ বর্ষ ❀ মার্চ ❀ শ্রীগৌরজয়ন্তী সংখ্যা ❀ ২০১১ ❀ ৮ম সংখ্যা

❀ পারমার্থিক ❀

❀ মাসিক পত্রিকা ❀

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার
কোলকাতা-3 ফোন-2554-4155, 2543-1387
e-mail :- gaudiya@cal3.vsnl.net.in
visit us : www.gaudiyamission.com
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদঙ্গ ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। পরাবিদ্যাপীঠ,
৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির, ৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর,
নদীয়া-741104 ফোনঃ-256920 STD-03472
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া,
বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-2520-358 STD-0343
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর,
মেদিনীপুর (পূর্ব) মো ঃ ৭৬০২৯৯৭৬৮৫, ৯৯০২৫৯৭৫৯৬
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (পঃ বঃ)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী
পোঃ পুরী-752001(উড়িষ্যা), মো ঃ ০৯৮৬১৩৬৯৪১৭
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার,
কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি,
পুরী, পিন-752011 ফোন-235606 STD-06752
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019
উড়িষ্যা ফোন-224057 STD-06782
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর,
পাটনা-800001 (বিহার) ফোন-2240854 STD-0612
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার
ফোন-2225116 STD-0631 মো ঃ ০৯৪৩০৬৩৮৯৮৪
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-
211006 (ইউ. পি.) ফোন ঃ-2500925 STD-0532
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং,
বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121
ফোন-2444153, STD-0565, মোঃ-০৯৭৬০২৭৭৮৭৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004
ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর,
মোগলসরাই (ইউ. পি.), ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী
পিন-110016 ফোন-26868743 STD-011
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব)
মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র,
হরিয়ানা-136118 ফোন-291709 STD-01744
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি
আসাম-788163 ফোন-244-484 STD-03844
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক
হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর ফোন-276917 STD-03224
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিমপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং
পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড,
পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.),
পিন-281504, মোঃ 9760525082
৩৫। শ্রী গৌড়ীয় মঠ, রিহাবাড়ী (মিলনপুর),
গুয়াহাটী-৮, ফোন ঃ 0361-2732049
৩৬। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড
লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৭। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুলটন এভিনিউ,
রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

	প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১।	বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-মালা	ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর	১৪৩
২।	শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত	শ্রীল প্রভুপাদ	১৪৪
৩।	হরিকথা-প্রসঙ্গ	শ্রীল আচার্য্যদেব	১৪৫
৪।	দুঃখ হতে চিরকালের মুক্তির জন্য— কৃষ্ণানুশীলনই পথ	শ্রীল গোস্বামীপাদের ভাষণ	১৪৭
৫।	সমুদ্র স্নানে চলুন	ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ (সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন)	১৪৯
৬।	শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা কে কিরূপ বুঝিয়াছি	শ্রীগৌড়ীয় ১১শ খণ্ড হইতে সংগৃহীত	১৫০
৭।	পারমার্থিক-প্রদর্শনী	গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত	১৫২
৮।	পরিক্রমায় আহ্বান	গৌড়ীয় তৃতীয় খণ্ড, ২৩শ সংখ্যা হইতে সংগৃহীত	১৫৪
৯।	শ্রীগৌড়মণ্ডল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন?	তৃতীয় খণ্ড, ২৪শ সংখ্যা হইতে সংগৃহীত	১৫৫

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা
প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত
**গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক
মহারাজের নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
**(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের
কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)**

শ্রীভক্তি-পত্র

''ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন ।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥''
— শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

''ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥''
— শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

৪৮ বর্ষ ❀ মার্চ ❀ শ্রীশ্রী গৌরজয়ন্তী সংখ্যা ❀ ২০১১ ❀ ৮ম সংখ্যা

বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-মালা

জীবতত্ত্ব ও শ্রীভক্তিবিনোদ

শুষ্কযুক্তিবাদীর জিজ্ঞাসার স্বরূপ ও ফল কি?

''জিজ্ঞাসু দুই প্রকার—একপ্রকার জিজ্ঞাসু কেবল শুষ্কযুক্তিকে আশ্রয় করিয়া জিজ্ঞাসা করেন; অন্য প্রকার জিজ্ঞাসু ভক্তির সত্তাকে বিশ্বাস করিয়া স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয় যাহাতে সন্তুষ্ট হয়, সেইরূপ বিচার করেন। শুষ্কযুক্তিবাদীর জিজ্ঞাসায় কখনই উত্তর দিবে না; কেন না, তাহার সত্য-বিষয়ে কখনই বিশ্বাস হইবে না। তাহার যুক্তি মায়াবদ্ধ, সুতরাং অচিন্ত্যভাব-বিষয়ে চলচ্ছক্তিরহিত। অনেক লাঠালাঠি করিয়াও তাহার কিছুমাত্র অবিচিন্ত্য-বিষয়ে লাভ হইতে পারে না। পরমেশ্বরে বিশ্বাস-পরিত্যাগই তাহার চরম ফল।'' — *জৈঃ ধঃ ৩৪শ অঃ*

জ্ঞানী-জীবন্মুক্ত ও ভক্ত-জীবন্মুক্তের বৈশিষ্ট্য কোথায়?

''জ্ঞানমার্গীয় জীবন্মুক্তের ও ভক্তের মধ্যে অনেক ভেদ আছে। জ্ঞানীদিগের এই দেহের প্রতি ঘৃণা এবং আর দেহপ্রাপ্তি না হয়, সেইজন্য চেষ্টা থাকে। ভক্তদিগের কৃষ্ণ-বিরহে সেইরূপ দেহে বিরাগ হয়, আবার কৃষ্ণ-দর্শনে দেহের সার্থকতা দৃষ্ট হয়। জ্ঞানীদিগের ভোগ দ্বারা প্রারব্ধ ক্ষয় হয়; কিন্তু ভক্তদিগের কৃষ্ণেচ্ছার উপর নির্ভরতা।''

— *'প্রয়োজন-বিচারঃ', শ্রীভাঃ মাঃ ১৭।২২*

সাধুর সংসার ও মায়ামুগ্ধের সংসার কি এক?

''সাধুদিগের সংসার ও মায়ামুগ্ধ জীবের সংসারে বিশেষ ভেদ আছে; সংসার বাহিরে দেখিতে একই রকম, কিন্তু ভিতরে যথেষ্ট ভেদ।''—*জৈঃ ধঃ ৭ম অঃ*

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

বৈষ্ণব হইলেন জগতের একমাত্র গুরু। তথাকথিত নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানী গুরু হইতে পারেন না। সেবকাভিমানীও আবার গুরু হইতে পারেন না—যদি তিনি শিষ্যের শিষ্যাভিমান না করেন। বৈষ্ণবাভিমানে গুরু হইতে পারা যায় না। যে নিজেকে বৈষ্ণব বলিবে সে অবৈষ্ণব।

হাড়মাংসের থলের সঙ্গে কৃষ্ণের কোন সম্বন্ধ নাই। এইগুলিকে শোধন করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে লাগাইতে পারিলে সুবিধা হইবে। জাগতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি নরকের সেতু। কিন্তু ঐসকল ভগবানের সেবায় লাগাইলে লোককল্যাণ হয়। প্রত্যেক কার্য্যে প্রত্যেক পদবিক্ষেপে, মনের দ্বারা প্রত্যেক চিন্তায় যদি কৃষ্ণবস্তুর সেবা লক্ষিত হয়, তবেই তাহা ঠিক হইল।

যাহাদের বৈকুণ্ঠজ্ঞানের অভাব, তাহারাই অবৈষ্ণব। তাহারা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ প্রভৃতি দিয়া সমস্ত জিনিস মাপিয়া লইতে চায়। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি বৈষ্ণব হইতে পারেন, এজন্য বৈষ্ণবের প্রথমমুখে ব্রাহ্মণ হওয়া একান্ত দরকার। বৃহদ্বস্তুর ধারণা না হইলে বিষ্ণুর সেবা হয় না। খণ্ড সঙ্কীর্ণবস্তু কখনও ব্রহ্ম বা বিষ্ণু নহেন বা হইতে পারেন না। অনাত্মবিচারে কৃপণতার লক্ষণ। ব্রাহ্মণ হইয়া পূর্ণতা লাভ না করিলে বৈষ্ণব হওয়া যায় না। অন্ততঃ আত্মার ব্রাহ্মণ হওয়া দরকার। বিষ্ণুভক্তি ব্যতীত ব্রাহ্মণের অন্য কোন কৃত্য নাই। অন্য দেবতার পূজা করিলে ব্রাহ্মণ ছোট হইয়া যান। সাধারণের ধারণা, ব্রাহ্মণ সকল দেবতার পূজা করিতে পারেন। কিন্তু বেদ বলেন,—ব্রাহ্মণ একমাত্র বিষ্ণুরই পূজা করেন।

যে ব্যক্তি 'আমি কর্ত্তা' মনে করে, তাহার কখনও মঙ্গল হয় না। ''অহং ব্রহ্মাস্মি''র অর্থ—'তৃণাদপি সুনীচ', 'তরুর ন্যায় সহিষ্ণু', 'অমানী ও মানদ' হইয়া সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তনে রত থাকা। যে বস্তু ব্রহ্মের সহিত সমানধর্ম্মবিশিষ্ট, তাঁহার জড়ের বা ক্ষুদ্রের অভিমান থাকিতে পারে না।

বিষ খাইয়া মরিয়া যাওয়া অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ তথাপি বিষয়ী ও যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ করা ভাল নয়। যাহারা হরিসেবক নয়, তাহারাই যোষিৎসঙ্গী। ভোগবুদ্ধিতে বিষয়গ্রহণই যোষিৎসঙ্গ। হরিসেবার্থ বিষয়ীর মঙ্গলের জন্য তাহাদের নিকট হইতে মাধুকরী গ্রহণ বিষয়ি-সঙ্গ বা যোষিৎসঙ্গ নয়। সত্য সত্য অকৃত্রিম সাধুর অনুসন্ধান করা দরকার। চিত্তে মায়াবাদ থাকিলে মায়াবাদী গুরু মিলিবে, ঐশ্বর্য্যভাব থাকিলে শ্রীসীতারাম শ্রীবরাহ-নৃসিংহাদির উপাসক হইয়া যাইবে। শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রমেই নিখিল বাস্তব চরম মঙ্গল লাভ হইবে।

নমস্কারই শরণাগতি। 'ন'-কারের দ্বারা নিষেধ ও 'অ'-কারের দ্বারা সমস্ত অহঙ্কার লক্ষিত হইতেছে অর্থাৎ সমস্ত অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র কৃষ্ণে আত্মসমর্পণই ভক্তির ভিত্তি। জীবজগৎ মায়াতে শরণাগত। তাহারা মনে করিয়াছে, মায়াতে শরণাগতির দ্বারা তাহাদের যোগক্ষেম লাভ হইবে, তাহা নয়। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে শরণাগতি প্রভাবেই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে—যোগক্ষেম লাভ হইবে।

বাস্তবসত্য সর্ব্বজ্ঞ স্বরাট্ বস্তুকে সকল সুধী ব্যক্তিই সেবা করিবার জন্য স্বভাবতঃ উন্মুখ হন। যাঁহারা তাঁহাতে বিমুখতা প্রদর্শন করেন, তাঁহারাই এই দ্বন্দ্বময় কারাগারস্বরূপ জগতে সুখ-দুঃখের দণ্ডভোগের জন্য নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকেন। করুণাময় বাস্তব সত্য পতিত ব্যক্তিগণকে উদ্ধারের জন্য, তাহাদের বিকৃত চিন্তাধারা পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য তাঁহার মায়ামুক্ত প্রতিনিধিগণকে এই জগতে পাঠাইয়া থাকেন।

কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষিসম্প্রদায় বলিবে,—তোমরা লবণ তৈয়ার কর না কেন—চরকা ঘুরাও না কেন—লাঙ্গল চাষ কর না কেন—কলেরা-রোগীর মেথরের কাজ কর না কেন—মড়া ফেল না কেন অর্থাৎ তাহারা কৃষ্ণসেবককে কোন-না-কোন একটা ইন্দ্রিয়তর্পণের কার্য্যে জুড়িয়া তাঁহাদের উপরে চড়িতে পারিলেই তাহাদের কার্য্যসিদ্ধি হইল মনে করিবে কিন্তু আমরা তাহাদিগের অপেক্ষাও চতুর—কৃষ্ণভক্ত শয়তানের শয়তান; তাহাদিগকে আমরা কিছুতেই ঘাড়ে লইব না। এক শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীরাধাগোবিন্দ ও তাঁহাদের জন ব্যতীত কেহই আমাদের ঘাড়ে চাপিতে পারিবে না। যে

ঘাড়ে আমরা শ্রীগৌরসুন্দরকে চড়াইয়াছি—যে স্কন্ধদ্বয়ে শ্রীরাধাগোবিন্দকে ধারণ করিয়াছি এবং তাঁহাদের নিজজনকে বসাইয়াছি, সেখানে কিছুতেই ইতর লোককে আসিতে দিব না। আমরা শ্রীরূপের উপদেশামৃত অনুসরণ করিব—প্রতিকূল ত্যাগ করিয়া অনুকূল গ্রহণ করিব। অনুকূল মাত্র গ্রহণ করিয়াই আমরা ভক্তি স্তব্ধ করিব না—আমরা পতিত হইব না—মৃগী রোগীর ন্যায় মাঝে মাঝে মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইব না—আছাড় খাইব না, আমরা পরমোৎসাহভরে কৃষ্ণনামচরিত অনুশীলন করিব—মথুরা ও ব্রজে বাস করিব—শ্রীরূপের আনুগত্য করিতে করিতে কৃষ্ণকীর্ত্তন করিব, তাহা হইলেই আমাদের স্মরণ হইবে—আমরা রাধাকুণ্ডতটে নিরন্তর স্বসেবাকুঞ্জে থাকিয়া আশ্রয়ানুগত্যে বাহ্যে নিরন্তর নামাশ্রয়ে বার্ষভানবী-দয়িতের অষ্টকালীয় সেবায় পরিচর্য্যা করিতে করিতে আমাদের সকল আশার পরাকাষ্ঠা লাভ করিব। ইহা ব্যতীত আমাদের অন্য কোন অভিলাষ থাকিতে পারে,—ইহাও আমাদের ধারণায় নাই।

হরিকথা প্রসঙ্গ

শিথিলতা ও দৃঢ়তা এক জিনিস নহে। যেখানে শৈথিল্য, সেখানে আদর ও নিষ্ঠা নাই। অপরাধ থাকিলেই শৈথিল্য আসে। প্রতিষ্ঠাশার বশবর্ত্তী হইয়া যে উৎসাহ, তাহাতেও অন্তরে শৈথিল্য আছে। সেইরূপ উৎসাহ প্রতিষ্ঠা না পাইলে আর থাকে না। দৃঢ়তা না থাকিলে সাধনে আদৌ অগ্রসর হওয়া যাইবে না। দৃঢ়তাই সাধনের মূল। শৈথিল্যাদি আসিলে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপা সম্বল করিয়া তাহা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করা উচিত। দৃঢ়তা বা নিষ্ঠা প্রীতির জীবনস্বরূপ। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"দৃঢ়তাই সাধনের মূল। ভজনে কেবল দৃঢ়তা ও সরলতার প্রয়োজন। সর্ব্বভূতে দয়া করত দৃঢ়তার সহিত হরিনাম আশ্রয় করাই পূর্ব্ব মহাজনগণের ভজনপন্থা।"

যেখানে সাধুগুরুর কৃপারূপ দৃঢ়তা আছে, সেখানে কোন বাধাই কিছু করিতে পারে না। অকিঞ্চনেরই হৃদয়ে দৃঢ়তা থাকে। অন্যাভিলাষী দৃঢ়তা লাভ করিতে পারে না। দাম্ভিক বা যুক্তিবাদীর দৃঢ়তা নাই। যাহাদের হৃদয়ে নিজসুখবাঞ্ছা প্রবল, যাহারা কৃপা চায় না, তাহাদের হৃদয়ে সেবার দৃঢ়তা বা নিশ্চয়তা কিরূপে আসিবে? শ্রীগুরুদেবের কৃপায় জীব দৃঢ়তা লাভ করিতে পারে। গুরুই যেখানে দেবতা, জীবন ও আশা-ভরসা, সেইখানেই দৃঢ়তা; অন্যত্র দৃঢ়তা থাকা অসম্ভব। গুরুদেবতাত্মাই দৃঢ়চিত্ত, একনিষ্ঠ ও শ্রদ্ধালু। শ্রীরাধামাধবাশা-লাভই শ্রদ্ধালাম। ইহা শ্রীগুরুদেবের কৃপায় লাভ হয়। এই আশা যেখানে, সেখানে সংশয় নাই—নাস্তিকতা নাই। যেখানে আশা নাই, সেইখানেই সংশয়, ভয় ও অশান্তির অভ্যুদয়। চিচ্ছক্তির আশ্রয় দৃঢ় না হইলে নিজের ক্ষুদ্রতার জন্য ভয় হয়। যখন শ্রীগুরুপাদপদ্মে নির্ভরতা আসে, তখন নিজের অযোগ্যতা বা ক্ষুদ্রতার জন্য ভয় থাকে না। যেখানে আশা নাই, সেখানে সবই অন্ধকার। সাধুগুরুর উপদেশের মধ্যে পাই—"শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক অনুশীলন কতটা হইতেছে, ভবিষ্যৎ কতটা উজ্জ্বল না অন্ধকার, আশা আছে না নাই, তাহা সর্ব্বক্ষণ দেখিতে হইবে। আশাই দরকার। কৃষ্ণকে পাইবার আশা না থাকিলে ত' সর্ব্বনাশ হইল। এইজন্য যাহাতে আশা বাড়ে, তজ্জন্য সাধন করিতে হইবে—সাধুগুরুর সঙ্গ ও কৃপাভিক্ষা করিতে হইবে। হতাশা মনের ধর্ম্ম। আত্মধর্ম্মে—ভক্তিতে হতাশা নাই।"

গুরুদেবতাত্মার হৃদয়ে যে দৃঢ়তা বা দৃঢ়বিশ্বাস দেখা যায়, তাহার মূলে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সাড়া আছে। সেব্যবস্তু সাড়া দেন, তিনি অচেতন পাথর নহেন। Response না পাইলে—শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের দিক্ হইতে কিছু না আসিলে কি কেহ অচল অটলভাবে আশাবন্ধ হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে? শ্রীভগবান্ প্রপন্নকে বুদ্ধি-যোগ প্রদান করেন। এই বুদ্ধিযোগ দানরূপ কৃপা উপলব্ধি করিয়া ভক্ত উত্তরোত্তর শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের চরণ-কমলে আকৃষ্ট হন। এইরূপ গুরুদেবতাত্মাকে কেহ ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গই যাঁহাদের বল ভরসা ও সহায়-সম্বল, তাঁহাদের আর চিন্তা কি?

অন্ধবিশ্বাসের দ্বারা দৃঢ়তা হয় না। সেখানে মনশ্চাঞ্চল্য থাকিবেই। যাহার হৃদয়ে প্রীতির আভাসও উদিত না হইয়াছে, সেই ব্যক্তির হৃদয়ে কখনও দৃঢ়তা স্বাভাবিক ও স্থায়ী হয় না। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় সাধক সামান্য একটু দৃঢ়তা রক্ষা করিতে পারিলে করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ সেই সাধককে কোটিগুণ সাহায্য করিয়া তাঁহার শ্রীচরণকমলে অচলা নিষ্ঠা প্রদান করিয়া থাকেন। দৃঢ়তা রক্ষা করিতে পারিলে সমস্ত অনর্থ ও বিঘ্ন জয় করিতে পারা যায়। ভোগ ও ত্যাগে ব্যস্ত না হইয়া মনের বা মনোধর্ম্মীর কোন কথা না শুনিয়া শ্রীবলদেবের কৃপা প্রার্থনা করিতে করিতে নিরন্তর শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে হৃদয়ে দৃঢ়তা ও শ্রীকৃষ্ণে স্বাভাবিকী প্রীতির উদয়।

যেখানে দৃঢ়তা, সেইখানে সরলতা ও দীনতা আছেই। যিনি দৃঢ়চিত্ত, তিনিই আচরণশীল বা আচারবান্। সরাগ বক্তার দৃঢ়তা নাই। যাহার নিজেরই দৃঢ়তা নাই, এরূপ ব্যক্তির কথা শুনিলে দৃঢ়তা হয় না। অন্যাভিলাষী দৃঢ়তাকে অত্যন্ত ভয় করে। তাহারা দুর্ব্বলতা বা সংশয়কে প্রশ্রয় দিতে ভালবাসে। সাধুগুরুকৃপারূপ দৃঢ়তা মনের ধর্ম্ম নহে। হরিভজনে দৃঢ়তা স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ। একমাত্র শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় অপরাধশূন্য নির্ম্মৎসর চিত্তে সেই বৃত্তি প্রকাশিত হয়। নিরপরাধে, দাস-অভিমানে, প্রভুবুদ্ধিতে সাধুর সঙ্গ ও সেবা করিতে করিতে হৃদয়ে অপ্রাকৃত দৃঢ়তা আসে। সুতরাং অপ্রাকৃত দৃঢ়তা লাভ করিতে হইলে সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গে থাকিয়া দীনচিত্তে সাধুর বর্ত্মানুবর্ত্তন করাই কর্ত্তব্য। কোন ভক্ত বলিয়াছেন—"আমি দেবকীনন্দনের দাস হওয়ায় যে হই সে হই না কেন, আমার মন দৈবপ্রেরিত হইয়া কখনও বিপথে যাউক বা সৎপথেই গমন করুক, তাহাতে আমার কি হইবে? আমি তাঁহার নিত্যদাস, এই দৃঢ়তাই আমার নিত্যরক্ষক।"

যাঁহারা শ্রীভগবানের সেবা আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই—যাঁহাদের সেবা করিবার জন্য স্বয়ং শ্রীভগবানও ব্যস্ত, সেই সাধু গুরুর সেবা করিবার জন্য যত্নবিশিষ্ট হইবেন। ভগবৎ-সাম্মুখ্যজনন-বিষয়ে সাধু-সঙ্গই মুখ্যকারণ। ভগবানের সঙ্গ ও ভক্তের সঙ্গ উভয় সঙ্গই সাধুসঙ্গ বা সৎসঙ্গ। 'প্রকৃষ্ট সঙ্গ' জিনিসটি কেবলমাত্র 'সঙ্গ' নহে, তাহা বিশ্রম্ভ-সেবা। নিরন্তর অভীষ্টদেবের নামগুণ-লীলার আলোচনাই প্রসঙ্গ। এই প্রঙ্গের ফলে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ বশীভূত হন। এই প্রসঙ্গ অনুক্ষণ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবাসুখানুসন্ধান-স্মৃতিময়। সৎসঙ্গ যেরূপ ভগবান্‌কে বশীভূত করিতে পারে, অন্য কোন কিছু তেমন পারে না। সৎসঙ্গ কাহারও অপেক্ষা না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে প্রেমফল দিতে পরম সমর্থ। এই সৎপ্রসঙ্গ বা সৎসেবা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি। কেহ ভক্ত সঙ্গ কেহ বা ভগবৎ-সঙ্গ—কেহ ভক্তকৃপা, কেহ বা ভগবৎকৃপা এই উভয়ের সঙ্গ বা কৃপার দ্বারাই নিত্য মঙ্গল লাভ করিয়াছেন। সৎসঙ্গের দ্বারা কি নর, কি অসুর, কি রাক্ষস, কি স্ত্রী, কি শূদ্র—সকলেরই মঙ্গল হইয়াছে। বৃত্রাসুর পূর্ব্বে চিত্রকেতুজন্মে শ্রীনারদ ও শ্রীঅঙ্গিরা-ঋষির সঙ্গ এবং শ্রীসঙ্কর্ষণসঙ্গ-রূপ সৎসঙ্গদ্বারাই মঙ্গল লাভ করিয়াছেন। শ্রীপ্রহ্লাদ গর্ভে থাকাকালেই শ্রীনারদের সঙ্গ পাইয়াছেন। শ্রীনারদ যখন তাঁহার জননী কয়াধূকে শ্রীহরির কথা বলিয়াছিলেন, তখন শ্রীপ্রহ্লাদ মনোযোগের সহিত একচিত্তে তাহা শ্রবণ করায় তাঁহার শ্রীনারদের প্রসঙ্গরূপা সখা হইয়াছিল। বৃষপর্ব্বানামক দানব জন্মিবা-মাত্রই মাতাকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত এবং মুনিকর্ত্তৃক পালিত হইয়া বিষ্ণুভক্ত হন। শ্রীবলির শ্রীপ্রহ্লাদ-সঙ্গ ও শ্রীবামন-সঙ্গ হইয়াছিল; ময়-নামক দানব ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবগণের সভানির্ম্মাণকালে পাণ্ডব-সঙ্গ ও ভগবৎসঙ্গ লাভ করিয়া ভগবান্‌কে পাইয়াছিলেন। রাক্ষসকুলোদ্ভূত বিভীষণও হনুমৎসঙ্গ ও ভগবৎসঙ্গ পাইয়াছেন। জাম্বুবান্ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। গজেন্দ্র পূর্ব্বে ইন্দ্রদ্যুম্নজন্মে শান্তভক্ত শ্রীঅগস্ত্যের সঙ্গ ও কৃপা লাভ করিয়া গজজন্মে শ্রীভগবানের সঙ্গ ও কৃপা-ফলে নিত্যমঙ্গল লাভ করিয়াছেন। সৎসঙ্গের দ্বারা ভগবান্‌কে লাভ করিয়াছেন, এরূপ অনেক দৃষ্টান্তই শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। সাধুসঙ্গ ব্যতীত ভগবৎসাম্মুখ্য লাভ হইতে পারে না। সেইজন্য শাস্ত্র আদৌ সাধুসঙ্গ বা সদ্‌গুরু চরণাশ্রয়ের কথা বলিয়াছেন। সুতরাং সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা করা আমাদের প্রত্যেকেরই প্রধান কর্ত্তব্য। ❑

দুঃখ হতে চিরকালের মুক্তির জন্য—কৃষ্ণানুশীলনই পথ

শ্রীল গোস্বামীপাদের ভাষণ

বলদেব পূর্ণিমা

পরম আরাধ্যতম শ্রী শ্রীল গুরুবর্গের শ্রীচরণকমলে আমরা নিত্য সেবা প্রার্থনা করে আজ বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠের নাট্যমন্দিরে ভগবান্ গৌরসুন্দরের, ভগবান্ শ্যামসুন্দরের ভগবান্ রাধাঠাকুরাণীর সেবক সম্মুখে আমরা আজ যে কথাটি বলতে উপস্থিত হয়েছি সে কথাটি বলার কথা নয়; অনুভবের কথা। ভগবান্ অনুভবের জন। তাকে জানতে গেলে বুদ্ধির 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন' এর দ্বারা ভগবানকে জানা যায় না। ভগবানকে জানতে গেলে ভগবানের ভক্ত হয়ে জানতে হবে। ভগবানের কথা জানতে গেলে ভক্ত হয়ে ভক্তের অনুগমন করে তবে আমরা ভগবান্‌কে জানতে পারি। অনুগমন করা মানে কি? কৃষ্ণবেত্তা যিনি গুরুদেব—গুরুপাদপদ্ম এবং তাদের অনুগ্রহ প্রাপ্ত যারা তাদের দয়া এবং কৃপাই ভগবানকে জানিয়ে দেয়। ভগবান্—ঠিক আমরা যেরকম বাহিরের জনকে দেখি, বা হৃদয়ের মনকে দেখি সেরকম ভগবানকে দেখা যায় না। ভগবানকে জানতে গেলে কেবল ভক্তির দ্বারা গ্রাহ্য হয়। ভগবান্ দীনদয়াল, ভগবান্ সমস্ত ষড় ঐশ্বর্য্যপূর্ণ এজন্য তাঁর কথা জানা, শোনা বা বলা সব বাগ্‌মাত্রসার। কিন্তু জানব কি করে? জানা যায় গৌরসুন্দরের পদাঙ্ক অনুশীলনের দ্বারা। গৌরসুন্দরের শ্যামসুন্দরের নিত্যপ্রিয় ভক্তগণের দ্বারা তাঁদের কৃপা লাভ করে তবে তো ভগবানকে জানতে পারি। ভগবানকে জানতে গেলে ভগবানের অখিল রসময়তার কথা জানতে হবে।

''অখিল রসামৃতমূর্ত্তিঃ, প্রসৃমর—রুচিরুদ্ধ-তারকা-পালিঃ।
কলিত-শ্যামা-ললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি ॥''
(ভঃ রঃ সিঃ ১।১।১)

কৃষ্ণতত্ত্বটি হচ্ছে এইরকম 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারি-ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥
(ভাঃ ১।৩।২৮)

এই যে ভগবানের ভগবত্তা অখিল রসামৃত মূর্ত্তির দ্বারাই প্রকাশিত হয়েছে। ভগবান্ কত সুন্দর কত রসময় এইটা যতক্ষণ পর্যন্ত জীবের বোধের মধ্যে না আসে ততক্ষণ কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি না। আমাদের আজকে যেমন কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে জানবার সুযোগ এসেছে; তেমনি ভগবানকে অনুভব করবার সুযোগ এসেছে। ভগবানের প্রীতির রাজ্যে প্রবেশ না করা পর্য্যন্ত আমরা ভগবানের কিছুই জানতে পারি না। জানা শব্দটা মেধাবৃত্তির কিন্তু অনুভব শব্দটা হৃদয়ের বৃত্তি। সেই হৃদয় বৃত্তির দ্বারা ভগবানকে জানা যায়। আমাদের অনুভবের বস্তু কে? 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'। —এই কথাটা কে বলেছে, কোথা থেকে আসল? ভগবান্ নিজেই ধরা দিয়েছেন ভক্তের হৃদয় কমলে এবং তাঁদের হৃদয়কমল থেকে উত্থিত যে কথা তা হচ্ছে 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'। কৃষ্ণ কে জানতে গেলে ভগবান হিসেবে জানা সহজ কিন্তু সেই কৃষ্ণের আবির্ভাব লীলা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় যে ভগবত্তার কোথায় প্রয়োজন? না হলে আমরা ভগবানের সম্বন্ধে চিরকাল অজ্ঞ থাকব। ভগবানের অবতারাবলী ভগবানের গুণাবলী ভগবানের যে অতিমর্ত্ত্য লীলামাধুরী এগুলো আমাদের নিত্য অনুশীলনের বস্তু হলে তবে ভগবানের আবির্ভাব অনুভব করা যায়। ভগবানকে দেখবে কে? ভগবৎ স্থানীয়, যাঁরা ভগবানের পদাঙ্ক অনুশীলন করে; যাঁরা তার ভক্তগণের অনুশীলনে ব্যস্ত আছেন—তাঁরাই ভগবান্ সম্বন্ধে অনুভব করতে পারবেন। ভগবৎ অনুভবময় জীবনযাপন অনুশীলনের দ্বারা আমরা ভগবানকে জানতে পারি। আজ আমাদের একটা সুযোগ সেই ভগবানের কথা শুনবার তার কথা বলবার ভগবানের সেবা করবার। এই অবস্থায় আমাদের ভগবানকে জানবার জন্য হৃদয়ের অনুভবটা সুন্দরভাবে স্পষ্টভাবে জানতে পারি। ''কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বর্হিমুখ অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি

দুঃখ''। কৃষ্ণবেত্তা যাঁরা 'যেমন সনাতন গোস্বামীপাদ'। তিনি কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রসের কথা বলেছেন। কৃষ্ণের সম্বন্ধে অজ্ঞতা থাকে না যদি কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান হয়। তা 'কৃষ্ণভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ'। মায়িকগ্রস্থ অবস্থায় আমরা কেবল দুঃখই সংগ্রহ করি। দুঃখের পর দুঃখ, একটা দুঃখের অপনোদন হলে আর একটা দুঃখ। এসমস্ত দুঃখের থেকে আমরা চিরকালের মতো মুক্ত হতে পারি সেইজন্য ভগবানের ভগবত্তার অনুশীলন করতে হবে। ভগবানের ভগবত্তা কি? ভগবান মধুর, ভগবান ঔদার্য্যপূর্ণ মূর্ত্তি নিয়ে আসেন। ভগবান্ সুন্দর, রসময়, ভগবান্ নিত্যপ্রিয়, ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান-এসমস্ত গুণগুলির সঙ্গে যত পরিচিতি হবে আমাদের জীবন দিয়ে তত ভগবানকে জানতে পারব। 'কৃষ্ণভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ'—কৃষ্ণকে ভুলল কে? ভগবানের অংশ বিভিন্নাংশ জীব হয়েও কি করে ভুলল, অর্থাৎ ভুলল মানে ভগবানের সম্বন্ধ জ্ঞানটাই ভুলে গেল। কৃষ্ণ তোমার কে—যদি এই প্রশ্ন করি কি বলবেন আপনারা? সেই কথার উপর নির্ভর করবে। কৃষ্ণ সম্বন্ধে অজ্ঞতা থাকলে সেই কথাটা—''কৃষ্ণ যার হয় কৃষ্ণ সম্বন্ধে জ্ঞান হয়, তার নাই কৃষ্ণের চরণে অনুভব''?

অজ্ঞানজনিত কারণে কৃষ্ণে অনুভব হয় না। অজ্ঞানের ভূমিকার উপরে উঠলে তবে কৃষ্ণকে আমরা জানতে পারি। কৃষ্ণকে জানলে তার সঙ্গে প্রিয়তা সখ্যতা মাধুর্য্যের অনুভবে নৃত্য করলে আমরা যথার্থ ভাবে ভগবান গৌরসুন্দরের অনুশীলন করতে পারি। যে ভগবানের অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করি, আমরা প্রণত হই, সেইরকম প্রণত অবস্থায় যদি আমরা ভগবানের নাম গুণাবলী কীর্ত্তন করি তবে কৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু জানবার সময় আসে এবং সেই সময় শরণাগত চিত্তে ভক্ত ভগবানের কৃপায় আমরা জানতে পারি।

গৌড়ীয় মঠ এক যুগান্তকারী স্থান, ভগবান গৌরসুন্দর এখানে পদাঙ্ক রেখেছিলেন। তার পদাঙ্কিত স্থানে প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এক অচিন্ত্য বস্তুর আরাধনার পদ্ধতি করে গৌড়ীয় মঠকে প্রখ্যাত করে গিয়েছেন। গৌড়ীয় মঠের মত বস্তু আর নাই জগতে। গৌড়ীয় মঠ চিরকালের ভগবান বিস্মৃতি দূর করবার জন্য সর্ব্বতভাবে অজ্ঞানতার থেকে মুক্ত করে জীবকুলকে কৃষ্ণের প্রতি লুব্ধ করে এবং তার প্রেমবত্তার পরিচয় দিয়ে তাকে মধুর মধুময় অবস্থায় নিয়ে যায়। গৌরসুন্দর এত বড় হিত সাধন করে গিয়েছেন, গৌড়ীয় গুরুবর্গ তারা গুরুদেবের তার পরবর্তীকালের গুরুদেবের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে একান্তভাবে কৃষ্ণানুশীলন করবার জন্য। এই হচ্ছে কৃষ্ণানুশীলনের স্থান; অদ্বিতীয়-এর সঙ্গে কোন তুলনা চলে না। আমরা ভগবানের সম্বন্ধে অজ্ঞ যতকাল থাকব; ইচ্ছা করে ততকালই অজ্ঞ থাকব। আবার যখন আমাদের স্বরূপ শক্তিকে জাগ্রত করে আমরা যখন ভগবানের দিকে উন্মুখ হয়ে অনুশীলন করবার চেষ্টা করব তখন ভগবানের দিকে যাওয়া সম্ভব। আর এই ভগবানের দিকে যাব আর যাব কি যাব না সেটা নির্ভর করছে জীবের স্বতন্ত্রতার উপর। আমাদের এই শ্রীগৌড়ীয় মঠ অতিশয় ভক্তগণের আহ্লাদের স্থান, প্রিয় স্থান, এই স্থানে আজকে তার আবির্ভাব অধিবাস। কালকে আমরা আবির্ভাব দর্শন করার কুশলতা অর্জন করবো।

তখন সে কুশলতা আসে কিসে, এই ভগবানকে দর্শন করার কুশলতা আসে কিসে? যখন আমরা অনুভবের বস্তুর উপর প্রসঙ্গ করি। কৃষ্ণ আমার প্রিয়, কৃষ্ণ আমার সর্ব্বেশ্বর, কৃষ্ণ আমার অতিশয় হৃদয়ের আরাধনার বস্তু, এই সমস্ত sense-গুলোকে ধরে তবে ভগবানের দিকে মুখ ফেরানো হবে, ভগবানের দিকে মুখ না ফেরালে ভগবানকে জানা যায় না। কৃষ্ণকে দর্শন করবার বিলাসটা জাগলেই কৃষ্ণের সমস্ত কিছু জানবার ইচ্ছে করে। ইচ্ছে শক্তির দ্বারা direct হয়ে ভগবানের কৃপাশক্তির দ্বারা পরিপালিত হলে তবে ভগবানকে কৃষ্ণ সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি। জ্ঞান হচ্ছে কৃষ্ণের সম্বন্ধ জ্ঞান, **কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ জ্ঞানই হচ্ছে বিজ্ঞান এবং তার সঙ্গে বিজ্ঞান যুক্ত হলে তখন ভক্তির promotion হবে ক্রমান্বয়ে।** জীবের স্বরূপে ভগবানের স্মৃতি আছে, ভগবান আছেন, ভগবান ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবশক্তি জীবকে দেবার জন্য তিনি সবসময় allude হচ্ছেন বৈকুণ্ঠ রাজ্যে। এই বৈকুণ্ঠ রাজ্যে যাওয়ার position প্রয়োজন এইজন্য ভগবানকে জানতে হবে। আবার ভগবানকে জানা মানে সব জানা হয় না, ভগবানের partial রূপ দর্শন পায় যখন জ্ঞানের গরিমায় ভগবানকে অনুশীলন করে। ভগবান হচ্ছেন জ্ঞানময় পুরুষ তাকে জ্ঞানের দ্বারা অনুশীলন করতে হয় এবং জ্ঞান অনুশীলনের দ্বারা ভগবান ধরা পড়েন বটে

শ্রীঃ ভঃ পঃ/৪৮বর্ষ/মার্চ/৮ম/২০১১

কিন্তু যতক্ষণ প্রেম রাজ্যে উত্তীর্ণ না হয় ততক্ষণ কৃষ্ণের ভগবত্তা জ্ঞান 'সর্ব্ববেদ সার' আসে না। কৃষ্ণের ভগবত্তা জ্ঞান যতক্ষণ জীবের লাভ না হয় গুরু বৈষ্ণবের কৃপায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা সত্যি সত্যি দরিদ্র জীবন যাপন করি।

''প্রেম ধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
'দাস' করি' বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥''

কৃষ্ণের ভগবত্তা জ্ঞানই আমাদের ভগবৎ সম্বন্ধে অনুশীলন করবার যে দৈন্যটা দান করে।

''তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ ॥''
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।২৫)

মায়া যখন ছুটবে তবে কৃষ্ণপ্রাপ্তি। সেজন্য বলছেন যে অবিদ্যার দ্বারা গ্রস্ত অবস্থা পর্য্যন্ত আমাদের বিদ্যার উদ্গম হয় না। বিদ্যার উদ্গম না হলে পরাবিদ্যা অনুশীলনের মোটকথা কৃষ্ণকে জানবার অনুশীলনে ব্যাঘাত হয়। কৃষ্ণকে জানবার যে সব রাশি কৌশল যে সমস্ত গুরুবর্গগণ আবিষ্কার করে রেখে গেছেন সেগুলি আন্তরিক অনুশীলন দ্বারা সমস্ত ব্যাঘাত দূর হয়।

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥"

—০—

সমুদ্র স্নানে চলুন

(শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার আহ্বান)

ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ (সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন)

সমুদ্র স্নানের নাম শুনে হয়তো পুরীর কথা মনে পড়বে আপনাদের। কিন্তু এখানে পুরীর কথা আসছে না। ভক্তি জগতের বৈষ্ণবদের তিন ধাম—নবদ্বীপ, পুরী ও বৃন্দাবন। স্নানযাত্রা, রথযাত্রাদি মহোৎসবের প্রাক্কালে পুরীর স্মৃতি। কিন্তু দোল পূর্ণিমার ঠিক পূর্বে নিশ্চয়ই পুরীর কথা স্মৃতিতে আসবে না। তাহলে এই সময় সমুদ্র স্নানের ব্যাপারটাও আসা উচিত নয়। কিন্তু আমরা নিমন্ত্রণ করছি আপনি নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমায় চলুন। ওখানে সমুদ্রে আপনাকে স্নান করানো হবে। নবদ্বীপে বসে আপনি সমুদ্রে স্নান করবেন এবং সেই স্নান শুধু স্নান নয় মহাস্নান হবে। শুধু দেহ স্নান নয়, মন, আত্মা পর্য্যন্ত স্নাত হবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাষায়—''সর্ব্বাত্ম স্নপনম্''।

ধাম চিৎশক্তির প্রকাশ। ভগবান বিভু আর শক্তির প্রকাশ তত্ত্বগুলিও বিভু। এক ধাম অন্য ধামের মধ্যে অনুসৃত থাকে। গৌরধাম, পুরীধাম ও বৃন্দাবন এরা পরস্পর অভিন্ন। এদের মধ্যে কোন ভেদ নেই। রসগত ও লীলাগত ভেদ দৃষ্ট হলেও তত্ত্বগত কোন ভেদ নেই। নবদ্বীপ ধামের মধ্যে সকল ধাম ও তীর্থ গুপ্তরূপে অবস্থান করছেন। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন সমুদ্র এক সময় গঙ্গার মধ্য দিয়ে গড়ে গড়ে নবদ্বীপে এসেছিলেন। কারণ কিনা মহাপ্রভুর অদ্ভুত বাল্যলীলা দেখবেন, জলকেলি লীলায় মহাপ্রভুর স্পর্শ পাবেন। পুরীর লীলায় মহাপ্রভুর সন্ন্যাস বেশ। হৃদয় বিদারক উন্মাদ লীলা দর্শন করে আনন্দ পাবেন না। তাই তিনি এসেছিলেন। ঋতুদ্বীপে সমুদ্রগড় স্থান আজও দীপ্ত। ঐ স্থানে সমুদ্রদেব নিত্য বিরাজমান। আপনি আসাম, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, উড়িষ্যা বা সুদূর লণ্ডন যেখানের বাসিন্দা হোন না কেন এই অপূর্ব সুযোগ হারাবেন না। আমাদের গুরুবর্গ সকলের জন্য এই স্নানের ব্যবস্থা করেছেন। পাপী, তাপী, নীচ অধম এ সবের কোন বিচার নেই এখানে।

নবদ্বীপে সমুদ্র পাবেন নদীর আকারে। সুন্দর মিষ্টি জল, গঙ্গা মিশ্রিত এবং স্বচ্ছ ও নির্মল। স্নান করে তৃপ্তি পাবেন। এপার ওপার দুটোই দেখতে পাবেন যেন মনে হবে এই সমুদ্রে এপারে মায়ার সংসার আর ওপারে কৃষ্ণের সংসার। মহাজন ও তাঁর আশ্রিত জন হাতছানি দিয়ে ডাকবে আর হরিনাম শোনাবে। আপনি অযোগ্য বা যোগ্য ব্রাহ্মণ কি চণ্ডাল, স্ত্রী কি পুরুষ তা বাছবে না। অন্ধ, খঞ্জ, বধির সকলের জন্য দ্বার খোলা। কেবল এপার থেকে ওপার নয় একদম ভবপার করানোর জন্য নৌকা নিয়ে তারা বসে আছেন। হাতছানি দিয়ে

সকলকে ডাকছেন আর বলছেন—

''তোরা দেখে যারে গৌর এলো।
সংকীর্ত্তনের রসে মেতে নাম বিলাইল
নামের হাটে এসে প্রেমে জগৎ ভাসাইল।''—

(ভক্তিবিনোদ গীতিসংগ্রহ)

নামের হাট খোলা রয়েছে নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ কীর্ত্তনাখ্য গোদ্রুমদ্বীপে। নিত্যানন্দ মহাজন এই হাট খুলেছিলেন। আজ সেই হাট উচ্চ সংকীর্ত্তন ধ্বনিতে মুখর। ভক্তগণের তাণ্ডব নৃত্যগীতে সেই স্থান প্লাবিত। আনন্দ সমুদ্র তথায় মূর্ত্তিমান। কখনো কখনো ঐ সমুদ্রে জোয়ার আসে। ঐ জোয়ার স্থাবর-জঙ্গমকে প্লাবিত করে। ভয়, ব্যথা, শোক সব মুছে নিয়ে যায়। আপনি কোন ভাবে যদি ওখানে পৌঁছাতে পারেন আপনার সংসার পালা শেষ হবে। আপনার জীবন সার্থক হবে। আপনি সংসার সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছেন। হাঙর-তিমি-কুম্ভীর আদির ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত। ত্রিতাপ জ্বাল আপনাকে পেয়ে বসেছে। আসুন গৌরের ভক্তগণ পিয়ন সেজে আপনাদের দ্বারে দ্বারে নিমন্ত্রণ দিয়ে গেছেন। গোলকের ডাক এসেছে উপেক্ষা করলেই ঠকবেন।

প্রকৃতপক্ষে এ নদী নয় সমুদ্র-মহাসমুদ্র। অন্তঃদর্শন ব্যতীত এই মহাসমুদ্র দেখতে পাবেন না। অপ্রাকৃত শব্দময়, অপ্রাকৃত রসময় এই সমুদ্র। নৃত্য-গীত কোলাহল এই সমুদ্রের তরঙ্গমাত্র। আনন্দ এই সমুদ্রের বারি বা জল। আর এর নিয়ামক বা কাণ্ডারী নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুদেব। তিনি তাঁর পার্ষদদের নিয়ে এই রসে কেলি করেন, ডুবে থাকেন। ভাগ্যক্রমে তাঁদের কাছে এসে পড়লে, তাঁদের দর্শন করলে এক অপ্রাকৃত আনন্দের স্পর্শ পাবেন। আপনার জীবন ধন্য হবে। ক্রমে ভাগ্য খুলবে এবং সংসারসুখ বিষ জ্বালার মতো অনুভূত হবে। তখন আনন্দ সমুদ্রে ডুব দেওয়ার ইচ্ছা জাগবে। ❑

শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা কে কিরূপ বুঝিয়াছি

শ্রীগৌড়ীয় ১১শ খণ্ড হইতে সংগৃহীত

শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-প্রণালী

শ্রীগৌড়ীয় মঠ অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে প্রচার-প্রণালী গ্রহণ করিয়াছেন। অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে সত্য-বরণের কথাই শ্রীমদ্ভাগবতের ধর্ম্ম।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারে ব্যতিরেক-প্রণালী অধিক দৃষ্ট হয় কেন?

উত্তম স্থপতি কি করেন? কোনও উত্তম সৌধ নির্ম্মাণ করিতে হইলে জীর্ণ, পতনোন্মুখ কিংবা নিকৃষ্ট উপকরণে নির্ম্মিত গৃহ বা ভিত্তির উপর তিনি তাহা নির্ম্মাণ করেন না; পরন্তু জীর্ণ বা নিকৃষ্ট উপকরণ-গঠিত ভিত্তি, ধ্বংসাবশেষ কিংবা ভগ্নপ্রবণ গৃহাদিকে সম্পূর্ণরূপে উন্মূলন-পূর্ব্বক ঐস্থানে নূতন সুদৃঢ় উপকরণে ভিত্তি সংগঠন এবং তাহার উপর সুশোভন সৌধের পত্তন করেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের উপর বর্ত্তমানে সেই কার্য্যটির ভার পড়িয়া যাওয়ায় গৌড়ীয় মঠের ব্যতিরেকভাবে প্রচার-প্রণালীই আপাতদৃষ্টিতে অধিক দৃষ্ট হইতেছে।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-কার্য্যের তুলনা

শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রাথমিক প্রচার-কার্য্যটি যেন ভক্তিকল্পবৃক্ষের মধ্যমূল শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর গোবর্দ্ধনে গোপাল উদ্ধারের ন্যায়। অনেক দিন ধরিয়া ভক্তিপথে যে-সকল বনজঙ্গল, উইয়ের ঢিপি, মাটির স্তূপ, ঝোপ এবং তথায় যে বিষাক্ত সাপের বাসা প্রভৃতি হইয়া রহিয়াছে, তাহা শাস্ত্রবাক্য, সিদ্ধান্ত-বাক্যরূপ কুঠারি-কোদালিদ্বারা পরিষ্কার করিয়া (এই কার্য্যে ''গ্রামবাসী''-কে ও—বিশ্ববাসীকেও সাহায্যের জন্য আহ্বান করা হইয়াছে *) গোবর্দ্ধন (যেখানে 'গো' অর্থাৎ 'বাণী' বর্দ্ধন হয়—কেবল কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রসার হয়, এইরূপ উচ্চস্থানে)-পর্ব্বতে শ্রীগোপাল (ইন্দ্রিয়ের

* প্রাতঃস্নান করি' পুরী গ্রাম-মধ্যে গেলা।
সব লোক একত্র করি' কহিতে লাগিলা ॥
গ্রামের ঈশ্বর তোমার—গোবর্দ্ধনধারী।
কুঞ্জে আছে, চল, তাঁ'রে বাহির যে করি ॥
কুঠারি কোদালি লহ দ্বার করিতে।
অত্যন্ত নিবিড় কুঞ্জ, নারি প্রবেশিতে ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ৪র্থ)

পালক—সর্ব্ব-ইন্দ্রিয়ের সেব্য বস্তু)-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। কুঠারি-কোদালির দ্বারা 'দ্বার' করা কার্য্যই লোকের নিকট 'অপরকে আক্রমণ' এবং গ্রামবাসীদিগকে হরিসেবায় প্রণোদন বা আহ্বানই জড়তাপ্রিয় বা ভোগ-ত্যাগপ্রিয় জগতের নিকট 'গৌড়ীয় মঠ-কর্ত্তৃক লোকদিগকে নিজমতে আনয়ন বা প্ররোচন' প্রভৃতি বলিয়া প্রতীত হইতেছে। শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসব—শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্নকূট-মহামহোৎসব সকলই শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর লুপ্তগিরিধারী-প্রতিষ্ঠার উৎসবের ন্যায় কীর্ত্তন-দেবতার (গিরি অর্থাৎ কীর্ত্তনে যাঁহার অবস্থান, সেই দেবতার) প্রতিষ্ঠা, শুদ্ধভক্তির প্রতিষ্ঠার জন্য; উহা বারোয়ারীর ভোগ-ত্যাগের আমোদ-আহ্লাদ-স্ফূর্ত্তির জন্য নহে। *

রাইকানুর প্রেম প্রচারের জিনিস নহে, তাহা নিত্যসিদ্ধ বস্তু

শ্রীগৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান-কার্য্য ভক্তিপথের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া ভক্তিদেবতার অন্বেষণ। 'রাইকানুর প্রেম' জিনিসটা হাটে, ঘাটে, মাঠে, সংবাদপত্রে, অধিকারি-অনধিকারি-নির্ব্বিশেষে প্রচারের জিনিস নহে। তাহা স্বভাবসিদ্ধ—নিত্যসিদ্ধ বস্তু; আবর্জ্জনা বিদূরিত হইলে, গুণ্ডিচা মার্জ্জিত হইলে, আসন প্রস্তুত হইলে, তাহা স্বভাবতঃই স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হয়, সদ্‌গুরু তখন সেই পরম সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিবিশেষকে তাঁহার অভীষ্ট-সেবায় সাহায্য করেন।

রাইকানু-প্রীতিকে (?) 'হাট-বাজারের জিনিস' করিবার মূলে ভোগ-প্রবৃত্তি

যাঁহারা রাইকানুর প্রীতিকে তাঁহাদের নিজেদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ মনে করিয়া ভ্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহাদের সেই ইন্দ্রিয়পরায়ণতাকে অপর ইন্দ্রিয়তর্পণামোদি-সমাজের নিকট প্রচার করিয়া নিজেদের দম্ভোদর-পূর্ত্তি বা প্রতিষ্ঠার্জ্জনের যূপকাষ্ঠে কৃষ্ণপ্রীতিকে (?) বলি দিবার চেষ্টা দেখাইতেছেন। তাহাতে সমাজের সমূহ অহিতসাধন হইতেছে—কৃষ্ণবিমুখতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে।

এই জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার

শ্রীগৌড়ীয় মঠ বলেন, আগে গুণ্ডিচা মার্জ্জিত হউক্, গুণ্ডিচা মার্জ্জিত হইলে সেখানে নির্ম্মল সুশীতল সিংহাসনে পুরুষোত্তমবাদের প্রতিষ্ঠা হউক্, তাহা হইলেই শ্রীগৌরজনের প্রদত্ত চক্ষুতে সেখানে সুন্দরাচলের দেবতা বংশীবদন শ্যামসুন্দরের দর্শন হইবে, কীর্ত্তনদেবতা গোবর্দ্ধন-গিরিধারীকে 'গোপীজনবল্লভ' বলিয়া দর্শনের চক্ষু পাওয়া যাইবে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রথম কার্য্য,—গুণ্ডিচামার্জ্জন, পুরুষোত্তমবাদ—প্রতিষ্ঠা

প্রচ্ছন্নবৌদ্ধবাদের দ্বারা আক্রান্ত, ধূলি-কঙ্কর-আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ, যেখানে পুরুষোত্তমবাদই প্রতিষ্ঠিত নহে, সেখানে রাইকানুর প্রীতির কথা প্রচার 'ফাজ্‌লামী' মাত্র। এইরূপ অসুবিধায় মানবজাতি যাহাতে পতিত না হয়, তজ্জন্যই অসুর-মোহনাবতার শঙ্করাচার্য্য শ্রীবিষ্ণুভগবানের দ্বারা আদিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু শঙ্করের মঙ্গলকারক উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া অনেকে মোহিত হইয়া পড়িলেন। এজন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠ যাহাতে জগতে সর্ব্বাগ্রে পুরুষোত্তমবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়, তজ্জন্য পঞ্চরাত্র ও কীর্ত্তনের সমন্বয়বিচার প্রচার করিতেছেন। যাঁহারা আত্মার মঙ্গল অপেক্ষা যোগক্ষেমের আপাত-মঙ্গলকে আপাতদৃষ্টিতে অধিক আপাত-মনোরম ও আপাত-প্রয়োজনসাধক দেখিয়া বরণ করেন, তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয় মঠের মঙ্গলময় উৎসবের উদ্দেশ্য বুঝিবার মতি হারাইয়া ফেলেন।

বহির্ম্মুখ গণগড্ডলিকার অনুমোদিত সাধু হওয়া খুব সোজা

'সাধু'র প্রতিষ্ঠার হার গলায় বরণ অতি সোজা, তাহা যে-কোন সময়েই হয়, কয়েকদিন রৌদ্রবৃষ্টিতে উন্মুক্ত আকাশের তলায় থাকিতে পারিলেই অনেকে ''সাধু বাবা'' বলিয়া সম্বোধন করিতে আসেন। একটি ঝাঁপ বাঁদিতে পারিলেই, দুই একদিন লোক দেখাইয়া নিরাহারে বা

নবশত ঘট জল কৈল উপনীত।
নানা বাদ্য ভেরী বাজে স্ত্রীগণ গায় গীত ॥
কেহ গায়, কেহ নাচে, মহোৎসব হৈল।
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত আইল গ্রামে যত ছিল ॥
ভোগ-সামগ্রী আইল সন্দেশাদি যত।
নানা উপহার তাহা কহিতে পারি কত ॥
তুলসী আদি পুষ্প, বস্ত্র আইল অনেক।
আপনে মাধবপুরী কৈল অভিষেক ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ৪র্থ)

ফলাহারে থাকিলেই সাধুর প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়; লোকের ইন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছাজাত মনোধর্ম্মের যে-কোন প্রলাপ অবাধ-গতিতে চলিতে দিয়া নিজে মৌন থাকিলেই ইন্দ্রিয়-তর্পণপর সমাজ তাহাদের যথেচ্ছাচারিতার কোন প্রতিবন্ধক নাই দেখিয়া এবং তাহারা ঐরূপ মৌন থাকিতে অপারক বলিয়া তাহাদের সামর্থ্যের যাহা বিপরীত, সেইরূপ 'সার্কাস্'-প্রদর্শনী-বিশেষের অভিনয়কারীকে 'সাধু' বলিবার জন্য কোটিকণ্ঠে উন্মুখ হয়।

বহির্ম্মুখগণবাদের প্রদত্ত জড়া প্রতিষ্ঠা পরিত্যাগ করিয়াও শ্রীগৌড়ীয় মঠের হরিতোষণ ও লোক-কল্যাণ

লোকের সাধু-সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার ইন্দ্রিয়তর্পণ যাহাতে হয়, তাহাতে বাধা প্রদান করিয়া অর্থাৎ গণগড্ডলিকার নিকট হইতে 'সাধু' বলিয়া প্রশস্তি পাইবার পরিবর্ত্তে 'অসাধু' বা 'সাধুর বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী' রূপ নিন্দার পর্ব্বত স্কন্ধে বরণ করিয়াও লোকের আত্যন্তিক কল্যাণসাধন এবং হরিতোষণ-প্রবৃত্তি একমাত্র গৌর-নিজ-জন বা একমাত্র শ্রীনিত্যানন্দ ও তদাভিন্ন-প্রকাশ-বিগ্রহ ব্যতীত অপরে সম্ভব নহে।

বহুরূপিণী মায়ার চেষ্টা ব্যর্থ করিতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের বহুরূপ কৌশল বিস্তার—

বঞ্চনা-মায়াবিনীর হস্ত হইতে জীবকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠ শত শত কৌশল আবিষ্কার করিতেছেন। বঞ্চনা-ডাইনী জীবকে যতপ্রকার পুষ্পিত প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া মঙ্গলের পথ হইতে সরাইবার কৌশলজাল আবিষ্কার করিতেছে, শ্রীগৌড়ীয় মঠ সেই সকল কৌশলজালকে ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য আবার নূতন কৌশলের উদ্ভাবন করিতেছেন—

সবা' নিস্তারিতে প্রভু কৃপা-অবতার।
সবা' নিস্তারিতে করে চাতুরী অপার ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৭।৩৮)

শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসবকালে ও বিভিন্ন সময়ে নানা প্রকার অনুষ্ঠানাদি মায়ার স্রোতে ভাসমান গণগড্ডলিকার উদ্ধারের জন্য বিভিন্ন কৌশল। ❑

পারমার্থিক-প্রদর্শনী

গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত

অন্তরে জড়াসক্তি পূর্ণমাত্রায় সংরক্ষণ ও বাহ্যে সাধনাভিনয়-প্রদর্শন—শ্রীগৌড়ীয় মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীতে এই বিষয়টি একটি আদর্শের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। একটি সুসজ্জিত, সুরম্য সুবৃহৎ নৌকায় বিবাহার্থী বর, বরের পিতা ও আত্মীয় স্বজন বরযাত্রিরূপে আরোহণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে পরদিবস নির্দ্দিষ্ট সময়ে কন্যার পিতৃভবনে পৌঁছিয়া শুভ-লগ্নে বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। বরের পিতা নৌকার মাঝিকে বলিয়াছেন, সময় খুব অল্প; সুতরাং তাহাদিগকে লগ্নের পূর্ব্বে যে-কোনওরূপে হউক, কন্যার পিত্রালয়ে উপস্থিত হইতেই হইবে এবং তজ্জন্য মাঝি বিশেষভাবে পুরস্কৃত হইবে। মাঝিও পুরস্কারের লোভে দাঁড়িগণকে প্রাণপণে নৌকা চালাইবার জন্য প্ররোচনা করিয়াছে। ছয় জন দাঁড়ি ও মাঝি প্রাণপণ করিয়া বিনা বিশ্রাম ও বিনা নিদ্রায় সারা রাত্রি দাঁড় টানিতেছে ও হাল ধরিয়া রহিয়াছে। বরের পিতা ও বরযাত্রিগণ নৌকাবাহিগণের এইরূপ শ্রম-স্বীকার দর্শন করিয়া নিশ্চিন্তে শয্যাশ্রয়-পূর্ব্বক প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। অরুণোদয়ের সময়েই বরযাত্রিগণের কন্যার পিতৃভবনে পৌঁছিবার কথা। নতুবা বিবাহের নির্দ্দিষ্ট বিবিধ আচার, অনুষ্ঠান ও গোধূলি-লগ্নে বিবাহ-সম্পাদন সম্ভবপর হইতে পারে না। শ্রান্তিহারিণী সুখময়ী নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে শায়িত থাকিয়া বরযাত্রিগণ সকলই ভুলিয়া গিয়াছেন। এদিকে পর দিবস মরীচিমালী উদয়াচলে কুঙ্কুমকিরণ-কণা বিচ্ছুরিত করিয়া ফাগলিপ্ত জ্যোতির্ম্ময় গোলোকবৎ লোকলোচন আকৃষ্ট করিয়াছে। মাঝ ও দাঁড়িগণ সেই সূর্য্যপ্রভায় তাকাইয়া দেখে, তাহারা সারা রাত্রি দাঁড় টানিবার পরও নির্দ্দিষ্ট স্থানে

পৌঁছিতে পারে নাই। তখন তাহাদের হৃদয়ে শঙ্কার উদয় হইয়াছে।

হায়! তাহারা একচুলও অগ্রসর হইতে পারে নাই—যে-স্থানে—যে-ঘাটে তাহাদের নৌকা বাঁধা ছিল—এত দাঁড় টানাটানির পরও—সমবেত মাঝি-দাঁড়ির এত পরিশ্রমের পরও তাহারা ঠিক সেই স্থানেই রহিয়াছে। পুরস্কার পাওয়া ত' দূরের কথা, এখন যে তিরস্কারেও তাহাদের পণ্ড পরিশ্রমের পারিতোষিক পূর্ণ হইবে না। বরের পিতা শীঘ্রই নিদ্রা হইতে উঠিয়া মাঝির প্রাণ লইবে! মাঝি ও দাঁড়িগণ তাহাদের ''আক্কেলসেলামী''র এই সকল কথা পরস্পর বলাবলি করিতেছে, এদিকে বেলাও প্রায় অনেকটা হইতে চলিয়াছে, এমন সময় তাহাদের কথাবার্ত্তার ধ্বনিতে বরের পিতা ও বরযাত্রিগণের সুখময় নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে। বরের পিতা জাগরিত হইবামাত্রই বৈবাহিক-ভবনে আগত মনে করিয়া আস্তেব্যস্তে সকলকে ডাকাডাকি করিয়া পোষাক-পরিচ্ছদ, শয্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্য প্ররোচনা করিতেছেন, বেলা অনেক হইল, নৌকা বৈবাহিক মহাশয়ের ঘাটে ভিড়িতে বিলম্ব হইতেছে কেন? মাঝি কি বলিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না। ভয়ে, ত্রাসে, লজ্জায়, ঘৃণায় ও তাহার বোকামীর কশাঘাতে সে মূকপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। অবশেষে অত্যন্ত ক্ষীণস্বরে, ত্রস্তভাবে, কম্পিতবলেবরে বরের পিতার নিকট জোড়কর হইয়া বলিতেছে,—''কর্ত্তা, ক্ষমা করুন, সারা রাত্রি সকলে মিলিয়া নৌকার দাঁড় টানিয়াছি, হাল ধরিয়াছি, তথাপি নৌকা একচুলও অগ্রসর হয় নাই, দেখুন যেখানকার নৌকা, সেইখানেই রহিয়াছে! আমরা ইহার কারণ পূর্ব্বে কিছুই বুঝিতে পারি নাই। এখন দেখি যে, নঙ্গরটি তুলিতেই ভুল করিয়াছিলাম। এজন্য যত বিড়ম্বনা হইয়াছে। আমাদের এত পরিশ্রম, এত দাঁড় টানা, এত ঝিকি মারা—সবই বৃথা হইয়াছে।

বরের পিতা মাঝির এইরূপ অপ্রত্যাশিত উত্তর, অপ্রত্যাশিত ব্যবহারের কথা শুনিয়া একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। তর্জ্জন গর্জ্জন, এমন কি, মাঝিকে প্রাণে সংহার করিলেও বরের পিতার ক্ষতির পরিমাণ, সামাজিকগণের নিকট তাঁহার অকথ্য লজ্জা এবং অশেষ লাঞ্ছনা-গঞ্জনার একাংশেরও পরিপূরণ হইবে না। বরের পিতা একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। বরযাত্রিগণের মধ্যে কেহ বা মাঝিকে মারিতে উদ্যত হইলেন, কেহ বা নানাভাবে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? আজ যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা কি আর কিছুতে পূর্ণ হয়? এক নঙ্গর উঠাইতে অন্যমনস্ক হওয়ার দরুণ, সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত পরিশ্রম, সমস্ত স্বাভীষ্ট, সমস্ত উৎসব, আনন্দ এবং সমস্ত প্রস্তাবিত সম্বন্ধ—সম্মেলন চিরতরে ব্যর্থ হইল।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনী এইরূপ একটি আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গৃহব্রত সম্প্রদায়ের অনাদিকালের একটি সাধারণ ভ্রমকে চক্ষে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক ধরিয়া দিয়াছেন। গৃহব্রত সম্প্রদায় মনে করেন যে, অন্তরে জড় বিষয়ে আসক্তি থাকে থাকুক, বাহ্যে যদি খুব আনুষ্ঠানিক কতকগুলি আচারের মুদ্রা প্রদর্শন করা যায়, তাহা হইলেই লোক-বঞ্চনা-পূর্ব্বক তাহারা ভক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন এবং ভগবানের চক্ষেও সেইরূপভাবে ধূলি নিক্ষেপ ও আত্মবিবেকের কশাঘাতকে স্তব্ধ করিতে পারিবেন। যদি অন্তরে আসক্তিরূপ নঙ্গর জড়ের ভূমিকায় আঁকড়াইয়া থাকিতে দেওয়া হয়, আর বাহিরে শত শত সাধনের অনুষ্ঠানের অভিনয় প্রদর্শন করা যায়, তাহা হইলে একচুলও গন্তব্য পথের দিকে অগ্রসর হওয়া যাইবে না। ❑

পদব্রজে ৮৪ ক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা

এতদ্বারা গৌড়ীয় মিশনের অনুগত সকল ভক্তমণ্ডলী ও শিষ্যমণ্ডলীকে জানানো যাইতেছে যে আগামী ২০১১ সালে উর্জ্জব্রতকালে গৌড়ীয় মিশন কর্ত্তৃক পদব্রজে চৌরাশি ক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমণের ব্যবস্থা করা হইতেছে। গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য্য ও প্রেসিডেন্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ পরিব্রাজক মহারাজের কৃপায় বহুদিন পূর্বে ২০০১ সালে এই পরিক্রমা সংঘঠিত হইয়াছিল। পদব্রজে ব্রজের গ্রামে গ্রামে অপ্রাকৃত ব্রজভূমির শোভা সাধুসঙ্গে কীর্ত্তন মুখে দর্শন করিবার জন্য ইচ্ছুক ভক্তগণকে পূর্ব হইতে প্রস্তুতি গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে।

পরিক্রমায় আহ্বান

গৌড়ীয় তৃতীয় খণ্ড, ২৩শ সংখ্যা হইতে সংগৃহীত

(১)

অই শুন, অই শুন, জয় শিঙ্গা বাজে রে কাঁপায়ে গগন।
অই দেখ, অই দেখ, সকলেই সাজে রে শুদ্ধভক্তগণ ॥

(২)

ঘণ্টাখোল করতাল ঘন ঘন বাজে রে উথলিয়া হিয়া।
অসংখ্য নিশান কিবা চৌদিকে বাজে রে ভক্তকরে গিয়া ॥

(৩)

গৌরহরি হরিধ্বনি সকলেরি মুখেরে গৌর-কোলাহল।
ঘন ঘন জয়ধ্বনি সবে দেয় সুখে রে বিরাট সে রোল ॥

(৪)

গৌড়বাসি তীর্থস্থলী শ্রীগৌড়ীয় মঠে রে সবে সমবেত।
শ্রীমণ্ডলপরিক্রমা সেবাব্রতে বটে রে সবে আজি রত ॥

(৫)

দয়ালের শিরোমণি অই শুন ডাকে রে কে আছিস্ আয়।
যতসব ভক্তগণ যেখানেই থাক রে সকলেই ধায় ॥

(৬)

ভক্তরাজ আহ্বানে গৌড়বাসি জনে রে সবে মাতোয়ারা।
গৌড়মণ্ডলভূমি চিন্তামণি জেনে রে আনন্দ ফোয়ারা ॥

(৭)

এমন আনন্দ মেলা করে বা হ'য়েছে রে আয় সবে আয়।
গৃহব্রতধর্ম্ম লয়ে সকলে রয়েছে রে বৃথা দিন যায় ॥

(৮)

গৃহপরিক্রমা করি জীবন ফুরায় রে আয়ু হ'ল শেষ।
ভক্তস্থলী দরশনে ছুটে যাবে আয় রে এই বুঝি শেষ ॥

(৯)

হয় কি না হয় পুনঃ, এমন সুযোগরে ঘুমায়ো না আয়।
এস ভক্ত সাথে চলি যাবে ভবরোগ রে ঘুচিবে সংসার ॥

(১০)

হরি হরিভক্ত ক্ষেত্রে পরিক্রমা বিনা রে পদ তরুপ্রায়।
চরণের সার্থকতা যদি বা বাসনা রে ক্ষেত্র ভ্রমি আয় ॥

(১১)

চতুঃষষ্টি ভজনাঙ্গে ক্ষেত্রপরিক্রমা রে ভক্তমাত্রে জানে।
অহৈতুক কৃপাময় তাই ডাকে তোমা রে প্রণয়ের টানে ॥

(১২)

তাই বলি এবে ভাই ত্যজ ঘুমঘোর রে বিলম্ব না কর।
সাধুপাদপদ্মধূলি লভিয়া বিভোর রে তাঁর সঙ্গ ধর ॥

(১৩)

নিষ্কিঞ্চন ভক্তবরে কিছু নাহি চায় রে, 'বলে সঙ্গ চল।
বিষয়-বাসনা-বন্ধ সব ছুটে যায় রে রাধাকৃষ্ণ বল' ॥

(১৪)

শ্রীগৌরপার্ষদ যত কেবা কত গণে রে নাহি সব লেখা।
তাঁদের বিহারস্থলী সাধুভক্তসনে রে হবে তোর দেখা ॥

(১৫)

এসব শ্রীপাট ল'য়ে শ্রীগৌড়মণ্ডল রে ব্রজাভিন্ন ভূমি।
গৌড়পরিক্রমা করি লভ ব্রজফল রে অকাতরে তুমি ॥

(১৬)

সে সকল অপ্রাকৃত চিন্ময় শ্রীধাম রে প্রাকৃত না হয়।
অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে বুঝিয়া চড়িয়েরে লভিছে নিরয় ॥

(১৭)

বৃন্দাবনে ভোগবুদ্ধি সহ বসবাস রে নরকের দ্বার।
বিষয়-আসক্তি লয়ে নহে ব্রজবাস রে সে ঘোর সংসার ॥

(১৮)

বৃন্দাবনাভেদে শ্রীগৌড়ভ্রমণ রে সেই ব্রজবাস।
তাহে মিলে অপ্রাকৃত প্রেমরসধন রে অপ্রাকৃত রাস ॥

(১৯)

ভক্তপাট পরিক্রমি মাখি তার ধুলি রে ভক্তকৃপা লভ।
সঙ্গে সঙ্গে ভক্তোচ্ছিষ্ট লও মুখে তুলি রে লভ প্রেমাসব ॥

(২০)

গৌড়পরিক্রমা করি গৌরজন্মভূমি রে শ্রীশ্রীমায়াপুরে।
তথা হ'তে ''নব—দ্বীপধাম পরিক্রমি রে তবে ব্রজপুরে ॥

(২১)

তবে বৃন্দাবনযোগ্য অধিকার পাবে রে ভক্তকৃপাবলে।
ভক্তকৃপা বিনে ভাই নাহি কোন লাভরে মিছামিছি বুলে ॥

(২২)

গাও ভাই জয় গাও ভক্তজয় গাওরে উচ্চরোল করি।
হাতেতে নিশান লও ভক্তপাছে যাও রে বল গৌরহরি ॥

শ্রীগৌড়মণ্ডল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন?

তৃতীয় খণ্ড, ২৪শ সংখ্যা হইতে সংগৃহীত

স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল—এই তিনটীকে 'ত্রিলোক' কহে। মর্ত্ত্যলোকই পৃথিবী, যেখানে আমরা বাস করি। স্বর্গে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ মানুষের পরিমিত আয়ুঃকাল হইতে অধিক দিন জীবিত থাকিয়া বহু ঐশ্বর্য্য, শচীর ন্যায় সুন্দরী স্ত্রী ও রম্ভা তিলোত্তমাদির ন্যায় স্বর্গবেশ্যাসঙ্গ, পারিজাত পুষ্পের গন্ধ আঘ্রাণ, সোমরসপান প্রভৃতি ভোগ করিয়া ভোগপরিমিতকাল ক্ষয় হইলে আবার মর্ত্ত্যলোকে পতিত হন। পৃথিবী হইতে স্বর্গে কিছু বেশীদিন অনেক প্রকার ভোগ করিতে পারা যায় জানিয়া ভোগী ব্যক্তিরা স্বর্গলাভের জন্য দান, ধ্যান, তপস্যা, যজ্ঞ, তীর্থ-পর্য্যটনাদি করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহাদের নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিবেক জন্মিয়াছে, তাঁহারা স্বর্গধামও চান না। দেবতারা স্বর্গমধ্যে সকল সময়েই নানাবিধ সুখে মত্ত থাকেন, সুতরাং তাঁহারা ভুলেও ভগবানের সেবা বা হরিভজন করিবার অবসর করিয়া নিতে পারেন না। আর পাতালেও নাগ, দৈত্য প্রভৃতি প্রাণী বাস করে, তাহারা মানুষের মত বিবেকযুক্ত নহে। সুতরাং হরিভজনই যে জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য, তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারে না। কিন্তু একমাত্র এই মর্ত্ত্যলোকবাসী মনুষ্যগণই সর্ব্বপ্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ; কেন না, তাঁহারা বিবেকযুক্ত—কোন্‌টী 'সৎ' আর কোন্‌টীই বা 'অসৎ' তাহারা বিচার করিয়া বুঝিতে পারেন, তাঁহারা বেদাদিশাস্ত্র, সাধুগণের উপদেশ শ্রবণ করিয়া মানবজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যের বিষয় জানিতে পারেন এবং তাঁহাদের যাবতীয় ইন্দ্রিয়দ্বারা ভগবান্ ও ভক্তের সেবায় নিযুক্ত হইতে পারেন। এইজন্য স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালের মধ্যে আমাদের এই পৃথিবীই শ্রেষ্ঠ। এই পৃথিবীতে যত সুন্দর সুন্দর জিনিষ আছে মানুষ ভক্তিসহকারে ভগবান্ ও ভক্তের সেবায় নিযুক্ত করিয়া ধন্য হন। ভক্তগণের চক্ষে এই পৃথিবীর ফল, ফুল, সাগর, কানন সবই ভগবানের সেবার উপকরণ।

আমাদের এই পৃথিবীকে সপ্তদ্বীপবর্ত্তী পৃথিবী বলে। কারণ, এই পৃথিবীতে সাতটী দ্বীপ আছে। এই সাতটী দ্বীপের মধ্যে আবার জম্বুদ্বীপ শ্রেষ্ঠ। জম্বুদ্বীপের বর্ত্তমান নাম 'এশিয়া মহাদেশ'। জম্বুদ্বীপ শ্রেষ্ঠ হইবার কারণ এই যে, এখানে সভ্যতার চরমসীমায় অবস্থিত বৈষ্ণবগণের উদ্দেশ্যে শ্রীবিষ্ণুর অবতারগণ সময় সময় আগমন করেন। ভগবানের চরম উপদেশ—কায়মনোবাক্যে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ কিছুই না চাহিয়া একমাত্র শ্রীহরির শুদ্ধসেবা; কিন্তু ইহা সভ্যতার চরমপ্রান্তে উপস্থিত না হইলে ও খুব সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি ছাড়া সকলে গ্রহণ করিতে পারে না। এইজন্য ভগবান্ অত্যন্ত বিমুখ ও শোকমোহাদিতে আচ্ছন্ন, পরস্পর মারামারি, প্রাণিহত্যা প্রভৃতিতে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের অপেক্ষাকৃত কিছু মঙ্গল করিবার জন্য কোনও মহত্তম জীবে তাঁহার শক্তি আবিষ্ট করিয়া তাঁহাকে জগতে পাঠাইয়া থাকেন। তিনি ভগবানের আদেশে জগতে আসিয়া তাৎকালিক কিছু সদুপদেশাদি দ্বারা অত্যন্ত অসুরপ্রকৃতি ও পশুপ্রকৃতি মানুষকে অনেকটা সাধারণ মানুষের মত করিয়া যান। কখনও 'অহিংসা পরমধর্ম্ম' প্রচার করেন, কখনও বা সংসারের অনিত্যতা, ভোগের পরিণাম প্রভৃতি প্রত্যক্ষবিচার দেখাইয়া এই জগৎ হইতে যাহাতে নির্ব্বাণ বা মুক্তিলাভ হয়, তজ্জন্য নানাবিধ উপদেশাদি দিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা দ্বারা জীবের চরম-মঙ্গললাভ হয় না—জীবের চরমমঙ্গল—একমাত্র হরিসেবা।

বুদ্ধাদি অবতারগণ এই জম্বুদ্বীপে তাঁহাদের মত প্রচার করিয়া অত্যন্ত পাশবপ্রকৃতিবিশিষ্ট মনুষ্যকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে নৈতিক সভ্যতা ও মনুষ্যত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন। মহম্মদ, যীশুখ্রীষ্ট প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রচারকগণও ভগবদিচ্ছায় আবির্ভূত হইয়া জম্বুদ্বীপবাসিগণকে কিছু কিছু নীতি ও আংশিক ধর্ম্মের কথা শিক্ষা দিয়াছিলেন।

জম্বুদ্বীপের মধ্যে আবার ভারতবর্ষ সর্ব্বপ্রধান, কেননা, এখানে বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম সুশৃঙ্খলভাবে আচরিত হয়। ইউরোপাদি স্থানেও বিভিন্ন বৃত্তিযুক্তি বা বিভিন্ন সামাজিক স্তরে অবস্থিত লোকসমূহ থাকিলেও ভারতবর্ষের ন্যায় গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে এরূপ সুন্দরভাবে বর্ণ ও আশ্রম বিভাগ কোনস্থানেই নাই। দ্বিতীয়তঃ, এই ভারতে ভগবানের স্বাংশ অবতারসকল এবং স্বয়ং অবতারী ভগবান্ পর্য্যন্ত অবতীর্ণ হইয়া জীবের চরম ও নিত্যমঙ্গলের বিষয় উপদেশ প্রদান

করেন এবং স্বয়ং আচরণ করিয়া জীবকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেন। আবার এই ভারতে তীর্থস্বরূপ কত কত শুদ্ধভগবদ্ভক্তগণ যে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাহারও ইয়ত্তা নাই। আমাদের আদিগুরু ব্রহ্মা, বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শম্ভু, চতুঃসন, নারদ, ব্যাসদেব, শুকদেব, বিভীষণ, হনুমান্, বলি, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, উদ্ধব, অম্বরীষ, পৃথু, পরীক্ষিৎ, অর্জ্জুন প্রভৃতি বহু বহু শুদ্ধভক্ত এই ভারতবর্ষে বিচরণ করিয়াছিলেন। তারপর এই ভারতে কত কত তীর্থস্থান ঐ সকল তীর্থস্বরূপ মহাত্মার পাদস্পর্শে পবিত্রীকৃত হইয়াছে। নৈমিষারণ্য, বদরিকাশ্রম, অযোধ্যা, দ্বারকা, শ্রীমাথুরমণ্ডল, রাসস্থলী, গোবর্দ্ধনগিরিরাজ ও শ্রীরাধাকুণ্ড এই ভারতভূমিতেই প্রকাশিত হইয়াছেন। পূর্ণস্বরূপ স্বয়ং ভগবানের লীলাক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীরাধাকুণ্ড যে ভারতে বর্ত্তমান, সে ভারত যে কত ধন্যাতিধন্য, তাহা ভাষার দ্বারা প্রকাশের যোগ্য নহে। আবার এই ভারতে শ্রীবিষ্ণুর চরণপ্রবাহিত গঙ্গা, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় তুলসী, ভগবানের অভিন্নতনু—শ্রীমদ্ভাগবত ও ভগবানের শ্রীনাম নিত্য প্রকাশিত।

ভারতবর্ষ—সর্ব্বোত্তম, আবার ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রীগৌড়মণ্ডল—সর্ব্বোত্তমোত্তম। মাধুর্য্যময় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবভূমি ও বিহারস্থলী গোকুল ও শ্রীবৃন্দাবন ভারতে অবস্থিত বলিয়া ভারতবর্ষ সর্ব্বোত্তম হইলেও গৌড়মণ্ডল ঔদার্য্যবিগ্রহ মহাবদান্য প্রেমের ঠাকুর গৌরনিতাইর প্রকটভূমি ও বিহারস্থান সুতরাং সর্ব্বোত্তমোত্তম। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে ব্রহ্মপরমাত্মার অসম্যক ও আংশিক প্রকাশ এবং ভগবৎস্বরূপ নারায়ণের সমস্ত ঐশ্বর্য্য ত' বর্ত্তমানই, অধিকন্তু তাহা আবার মাধুর্য্যপূর্ণ হইয়া আরও উন্নতরূপে অবস্থিত। শ্রীগৌরসুন্দরে আবার শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত মাধুর্য্যসম্পত্তি ঔদার্য্য বা উদারতার দ্বারা ক্রোড়ীভূত হইয়া অনির্ব্বচনীয় সর্ব্বোত্তমোত্তমরূপে বিরাজিত। যে উন্নত উজ্জ্বল রস পূর্ব্বে কোনও যুগযুগান্তরে অর্পিত হয় নাই, শ্রীগৌরসুন্দর তাহাই সর্ব্বজীবে অযাচিতভাবে দিতে আসিয়াছেন।(চৈঃ চঃ আদি ৯ম)—

"পাকিল যে প্রেমফল অমৃত-মধুর।
বিলায় চৈতন্যমালী, নাহি লয় মূল।।
ত্রিজগতে যত আছে ধন-রত্নমণি।
এক ফলের মূল্য করি' তাহা নাহি গণি।।
মাগে বা না মাগে কেহ, পাত্র বা অপাত্র।
ইহার বিচার নাহি জানে, দেয় মাত্র।।
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি' ফেলে চতুর্দ্দিশে।
দরিদ্র কুড়ায়ে খায়, মালাকার হাসে।।
মালাকার কহে, শুন-বৃক্ষ-পরিবার।
মূলশাখা-উপশাখা যতেক প্রকার।।
অলৌকিক বৃক্ষ করে সর্ব্বেন্দ্রিয়-কর্ম্ম।
স্থাবর হইয়া ধরে জঙ্গমের ধর্ম্ম।।
এ বৃক্ষের অঙ্গ হয় সব সচেতন।
বাড়িয়া ব্যাপিল সবে সকল ভুবন।।
একলা মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যাব।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব।।
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায়, কেহ না পায়, রহে মনে ভ্রম।।
অতএব আমি আজ্ঞা দিলুঁ সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ' যারে তারে।।
একলা মালাকার আমি কত ফল খাব।
না দিয়া বা এই ফল আর কি করিব।।

* * * *

অতএব সবে ফল দেহ' যারে তারে।
খাইয়া হউক লোক অজর অমরে।।
ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার।।
মালী মনুষ্য আমার নাহি রাজ্য-ধন।
ফল ফুল দিয়া করি' পুণ্য উপার্জ্জন।।
মালী হঞা বৃক্ষ হইলাঙ এই ত' ইচ্ছাতে।
সর্ব্বপ্রাণীর উপকার হয় বৃক্ষ হৈতে।।
যেই যাহা তাঁহা দান করে প্রেমফল।
ফলাস্বাদে মর্ত্ত্যলোক হইল সফল।।
মহা-মাদক প্রেমফল পেট ভরি' খায়।
মাতিল সকল লোক-হাসে, নাচে গায়।।

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ঐ বৃক্ষের প্রথম অঙ্কুর, শ্রীঈশ্বরপুরী ঐ অঙ্কুরের পোষ্টা। শ্রীপরমানন্দপুরী, কেশব ভারতী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, বিষ্ণুপুরী, কেশবপুরী, কৃষ্ণানন্দপুরী, শ্রীনৃসিংহতীর্থ

শ্রীগৌড়মণ্ডল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন?

ও সুখানন্দপুরী এই নয় জন বৃক্ষের মূল। শ্রীগৌরসুন্দর মালী হইয়াও নিজ অচিন্ত্য শক্তির বলে আবার স্বয়ং সেই প্রেমামরতরুর স্কন্ধ—মূলস্কন্ধের উপর শ্রীঅদ্বৈত ও নিত্যানন্দ দুই স্কন্ধ।

শাখার উপরে হৈল বৃক্ষ দুই স্কন্ধ।
এক অদ্বৈত নাম আর নিত্যানন্দ।।
সেই দুই স্কন্ধে শাখা যত উপজিল।
তার উপশাখাগণের জগৎ ছাইল।।
বড়শাখা উপশাখা তার উপশাখা।
জগৎ ব্যাপিল তার কে করিবে লেখা।।
শিষ্যপ্রশিষ্য আর উপশিষ্যগণ।
জগৎ ব্যাপিল তার নাহিক গণন।।

অভিন্ন-ব্রজেশ-তনয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রেমকল্প-বৃক্ষে, তাঁহার অন্যতম স্কন্ধস্বরূপ অভিন্নরোহিণীনন্দন শ্রীনিত্যানন্দ ঠাকুর এই গৌরমণ্ডলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 'গৌর-আনা-ঠাকুর' ঈশাবতার—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুও শান্তিপুরে আগমন করিয়া গঙ্গাজল তুলসীদ্বারা ভগবানকে আরাধনা পূর্ব্বক জগতে শুদ্ধভক্তি ও অনর্পিতচরী প্রেম প্রচার করিবার জন্য শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনকে নিত্যধাম হইতে পার্ষদ-গণসহ জগতে আনয়ন করিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীগৌড়মণ্ডল শ্রীগৌরমহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুদ্বয়ের পাদস্পর্শে পরম পূণ্যতম ক্ষেত্র। কেবল তাহাই নহে গৌরপ্রেমকন্দতরু শাখাগণের অনেকেই এই গৌড়মণ্ডলে আবির্ভূত এবং প্রায় সকলেই এইস্থানে মিলিত হইয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈতশাখা উপশাখাগণও গৌড়মণ্ডলে প্রকাশিত ও বিচরণ করিয়াছেন। গৌরপার্ষদগণের মাহাত্ম্য আর কি বলিব, শেষ অনন্তদেব অনন্ত মুখে তাঁহাদের গুণ-কীর্ত্তন করিয়াও তাহা শেষ করিতে পারেন না। তাঁহাদের অপ্রাকৃত চরিত্র কার্য্যাবলী ব্রহ্মাদি দেবতাগণ ও বিজ্ঞ মনীষিগণ পর্য্যন্ত ধারণা করিতে পারেন না। তাঁহারা কৃপা করিয়া যে সকল শরণাগত জনের নিকট তাঁহাদের চরিত্র প্রকাশ করেন একমাত্র তাঁহারাই জানিতে পারেন। ব্রহ্মাদি দেবতাগণও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের পাদপদ্ম মধু আস্বাদন করিতে পারিল না বলিয়া গৌরপ্রণয়িভক্তগণ ব্রহ্মাদি দেবতাগণকে পর্য্যন্ত পরিহাস করেন, তাঁহারা বহু বেদবেদান্তনিপুণ ব্রহ্মজ্ঞানী বহু সৎকর্ম্ম নিপুণ কর্ম্মী বহু বহু বৎসর কঠোর যোগাভ্যাস তৎপর যোগিগণকে পর্য্যন্ত ধিক্কার করিতে পারেন তাঁহারা কৈবল্য বা মুক্তিসুখকে নরক ও স্বর্গকে আকাশকুসুম বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা অহৈতুকী হরিসেবায় নিযুক্ত। তাঁহারা সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা সতত হৃষীকেশের সেবাতে নিমগ্ন সুতরাং দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়সকল তাঁহাদের নিকট দুর্দ্দমনীয় বা ভজনের প্রতিকূল না হইয়া কৃষ্ণসেবার সহায়ক। মায়াবাদীর ন্যায় তাঁহাদের নিকট এই বিশ্ব দুঃখের আগার না হইয়া ভগবৎসেবার স্থান। তাঁহাদের—

"যথা তথা নেত্র পড়ে না দেখে অন্য মূর্ত্তি।
স্থাবর জঙ্গমে হয় ইষ্ট-দেব স্ফূর্ত্তি।।
তাঁহারা আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবের শিখায়।
কারণ, আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।।
তাঁহারা— আচার প্রচার নামের করেন দুই কার্য্য।
তাঁ'রা সর্ব্বগুরু তাঁ'রা জগতের আর্য্য।।
তাঁহারা—যারে দেখে তারে বলে দন্তে তৃণ ধরি'।
আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি।।
তাঁহারা বলেন জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরক-ভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ।।

এইরূপ পরদুঃখ-দুঃখী মহাবদান্য অদোষদর্শী পতিতপাবন উদার পুরুষগণের আবির্ভাবভূমি এই **শ্রীগৌড়মণ্ডল।**

শ্রীল গোস্বামীপাদের বাণী

১। আবার গুরুবর্গের মধ্যে অন্যতম শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই শ্রীজগন্নাথধামকে আলো করে বিরাজ করছেন। তাঁর পুত্ররূপে এসেছিলেন জগদগুরু ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এবং এই ধারায় যে সমস্ত মহাভাগবত এসেছেন তাঁরা সকলে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো জ্ঞানালোক বিস্তার করেছেন। তাঁরা যে সমস্ত সত্য সিদ্ধান্ত সার কথা রেখে গিয়েছেন সেগুলো আমাদের অনুশীলন করা দরকার।

২। সাধুসঙ্গ যেখানে হয় সেখানেই কৃষ্ণের প্রকৃত লীলারাস।

৩। He also serves who waits for the service. ভগবানের সেবা লাভ করবার জন্য যারা খুব শান্ত এবং স্থির হয়ে অপেক্ষা করতে পারে তাদেরই সাধুসঙ্গ হয়।

মুর্শিদাবাদ জেলায় ফারাক্কায় স্বাস্থ্য শিবির ও ঔষধ বিতরণ সম্বন্ধে প্রশংসা পত্র

Baniagram Primary Health Centre

P.O.- Baniagram ✦ P.S. Farakka ✦ Dist.- Murshidabad (W.B.)

Ref. No............ Date...17/12/10....

To
Whom it may Concern

I Dr. [illegible] Pandey Medical Officer of Farakka Block PHC [illegible] needy Patient [illegible] in the field of Gour-Nityananda Mandir [illegible] Nayansukha village under supervision from all sides of B. N. Madhav Maharaj member of Gaudiya Mission of Kolkata on 17/12/10. [illegible] in this camp by Gaudiya Mission.

Date: 17/12/10

17/12/10

(Dr. S. K. Pandey)

মহামান্য রাজ্যপাল কর্ত্তৃক একটি প্রশংসা পত্র

M. K. Narayanan
GOVERNOR OF WEST BENGAL

RAJ BHAVAN
KOLKATA 700 062

February 2, 2011

I am glad to learn that Gaudiya Mission is organising various philanthropic and benevolent activities for the poor and needy.

I hope that the Mission will continue with its noble endeavours.

I wish their programmes all success.

M. K. Narayanan

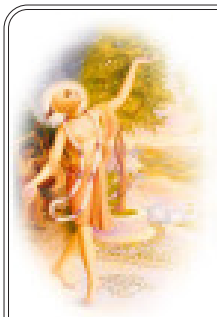

আনন্দ সংবাদ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ৫০০তম বর্ষ পূর্তি সন্ন্যাস গ্রহণ লীলার স্মরণে

গৌড়ীয় মিশন কর্ত্তৃক

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা

"শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামনি,
তার হয় ব্রজভূমে বাস ।"

গৌড়ীয় মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজের আনুগত্যে ও মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের সদস্যবৃন্দের সেবোদ্যোগে আগামী ১২ই চৈত্র (২৭শে মার্চ, রবিবার) সকাল ৬ ঘটিকা হইতে ২৬শে চৈত্র (১০ই এপ্রিল, ২০১১, রবিবার) পর্য্যন্ত ১৫ দিন ব্যাপী শ্রীগৌরসুন্দরের সমস্ত লীলাভূমি, শ্রীগৌরপার্ষদবর্গের আবির্ভাবস্থান, লীলাভূমি দর্শন ও গঙ্গাসাগর তীর্থে স্নান আদি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করিবার জন্য এক সেবাসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে।

এই উপলক্ষে দর্শনেচ্ছুক যাত্রীগণের জন্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় বর্ত্তমানে বাসভাড়া, যাত্রীনিবাসের ভাড়া ও প্রসাদের জন্য সর্বসাকুল্যে ৬৫০১/- টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে। কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠ হইতে পরিক্রমা শুরু হইয়া পুনঃ বাগবাজারস্থিত শ্রীগৌড়ীয় মঠে পরিক্রমা সমাপ্ত করা হইবে। বৃদ্ধ, বৃদ্ধা ও অসমর্থ ব্যক্তিগণকে সঙ্গে নেওয়া হইবে না।

দর্শন করিতে ইচ্ছুক যাত্রিগণের মধ্যে যাঁহারা প্রথমে নাম লিখাইবেন তাঁহারা অগ্রাধিকার পাইবেন। কোন বিষয়ে জানিতে ইচ্ছা করিলে উপরোক্ত ঠিকানায় বা ফোনে যোগাযোগ করিবেন।

বৈষ্ণব কিঙ্করাভাষ

শ্রীভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী, সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন।

ঃ পরিক্রমা সূচী ঃ

২৭।৩।১১ **রবিবার** ঃ কোলকাতা বাগবাজারস্থিত শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে সকাল ৬ ঘটিকায় পরিক্রমা শুভারম্ভ। দর্শনীয় স্থান আটিসারা, ছত্রভোগ, অন্ধমুনিতলা-ছত্রভোগ আলিপুরে ভাগবত ধর্ম্মসভা ও তথায় রাত্রিবাস।

২৮।৩।১১ **সোমবার** ঃ অন্ধমুনিতলা, অম্বুলিঙ্গ শিব, চক্রতীর্থ দর্শন ও গঙ্গাসাগরে রাত্রিবাস।

২৯।৩।১১ **মঙ্গলবার** ঃ বরাহনগর, আড়িয়াদহ এবং বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে রাত্রিবাস।

৩০।৩।১১ **বুধবার** ঃ একাদশী ব্রতোপবাস। তারকেশ্বর, খানাকুল-কৃষ্ণনগর দর্শন। শ্রীরামপুরে রাত্রিবাস।

৩১।৩।১১ **বৃহস্পতিবার** ঃ কুলীনগ্রাম দর্শন ও বর্ধমানে রাত্রিবাস।

১।৪।১১ **শুক্রবার** ঃ সপ্তগ্রাম, উদ্ধারণপুর, পাণিহাটী, খড়দহ, হালিশহর ও চাকদহ দর্শনান্তে রাত্রিবাস।

২।৪।১১ **শনিবার** ঃ বীরনগর, শান্তিপুর, ফুলিয়া, নৃসিংহপল্লী দর্শন এবং শ্রীগোদ্রুম-ধামে রাত্রিবাস।

৩।৪।১১ **রবিবার** ঃ কালনা, মামগাছি, শ্রীখণ্ড, যাজিগ্রাম দর্শন ও কাটোয়ায় রাত্রিবাস।

৪।৪।১১ **সোমবার** ঃ বহরমপুর, গাম্ভিলা, বুধরী দর্শন। ফারাক্কায় রাত্রিবাস।

৫।৪।১১ **মঙ্গলবার** ঃ কানাইর নাটশালা, রামকেলি দর্শনান্তে ফারাক্কায় রাত্রিবাস।

৬।৪।১১ **বুধবার** ঃ একচাকা দর্শনান্তে তথায় রাত্রিবাস।

৭।৪।১১ **বৃহস্পতিবার** ঃ বক্রেশ্বর, কেন্দুবিল্বে শ্রীজয়দেব গোস্বামীর শ্রীপাট দর্শন। আসানসোলে রাত্রিবাস।

৮।৪।১১ **শুক্রবার** ঃ নগরসংকীর্ত্তন, ভাগবত ধর্ম্মসভা ও আসানসোলে রাত্রিবাস।

৯।৪।১১ **শনিবার** ঃ বিষ্ণুপুর, গড়বেতা, গোপীবল্লভপুর দর্শন ও তথায় রাত্রিবাস।

১০।৪।১১ **রবিবার** ঃ তমলুক দর্শন ও রাত্রে বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

অবস্থাভেদে ব্যবস্থা ভেদ সম্ভব।